সুশাসন বার্তা

মানবাধিকার ও সুশাসন কর্মসুচির ঘরোয়া মাসিক বুলেটিন

৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা | Vol. 03, Issue 12

August, 2005 | *শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪১২*

কর্মশালা

সুপ্র জেলা সংগঠনের অর্ধবার্ষিক পরিকল্পনা কর্মশালা

সুপ্র সচিবালয়ের উদ্যোগে গত ১২- ১৪ আগস্ট ০৫ প্রশিকা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র কৈইট্টাতে অনুষ্ঠিত হল সুপ্র জেলা সংগঠনের অর্ধবার্ষিক পরিকল্পনা কর্মশালা । বিগত কর্মকান্ড তথা পিআরএসপি ও বাজেট সম্পর্কিত প্রাক ও পরবর্তী আলোচনা পর্যালোচনা, আগামী ২০০৬ জানুয়ারি পর্যন্ত (ইউএন-এমজিডি সামিট - আগস্ট, সেপ্টেম্বর, গ্রামীন নারী দিবস-অক্টোবর, সার্ক সম্মেলন- নভেম্বর, ডব্লিউটি -ডিসেম্বর) বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে আলোচনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, জেলা পর্যায়ের বছরব্যাপী কাজ, মানবাধিকার মোবিলাইজেশন পর্যালোচনা করা ও মোবিলাইজেশন বেগবান করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ২০০৬-০৭ সালের প্রচারাভিযান কর্মসূচি বিশেষকরে রাজনৈতিক সংস্কার প্রচারাভিযান সম্পর্কে প্রথমিক ধারণা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

সুপ্র জেলা কমিটির সম্পাদকরা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। কর্মশালার কোর্স সমন্বয়কারী হিসেবে ছিলেন, সুপ্র প্রধান আমিনুর রসুল বাবুল। সহায়তা করেন, মামুনুর রশীদ ও মোস্তফা কামাল আকন্দ। দৈনিক পরিকল্পনা করেন, মোস্তাফিজুর রহমান, নজরুল ইসলাম, কাজী হাফিজুর রহমান, এ এইচ এম বজলুর রহমান এবং একে এম শিহাব।

বিক্ষোভ সমাবেশ

বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফরের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ

বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট পল উলফউইজের বাংলাদেশ সফরের প্রতিবাদে বিশ্বব্যাংক ইম্যুনিটি বিরোধি জোট ২১আগস্ট মুক্তাঙ্গনে সমাবেশ ও মিছিল করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিএনএনআরসির প্রধান নির্বাহি কর্মকর্তা ও সুপ্র'র যুগ্ম সচিব এএইচএম বজলুর রহমান, ভয়েস'র নির্বাহি পরিচালক আহমেদ স্বপন মাহমুদ, কৃষক নেতা জায়েদ ইকবাল খান, স্বাধীন বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের শামীমা নাসরিন এবং ইম্যুনিটি বিরোধি জোটের জাতীয় সমন্বয়কারী আমিনুর রসুল বাবুল।

বক্তারা বলেন, বিশ্বব্যাংকের বর্তমান প্রেসিডেন্ট উলফউইফজ ইরাক যুদ্ধের অন্যতম পরিকল্পনাকারী। তার আগমন বাংলাদেশের জন্য অশনি সংকেত । বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে বাংলাদেশ সরকার ঢালাওভাবে বেসরকারিকরণ এবং বিদেশি পণ্যের আমদানি উদারীকরণ করেছে। অসংখ্য কলকারখানা বন্ধ, কৃষি ও জ্বালানিসম্পদ, বন্দর ধ্বংস এবং শিক্ষার বাণিজ্যিকীরণের মাধ্যমে দেশকে পরনির্ভরশীল করে তোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। যার ফল সরাসরি দারিদ্রের পুনরুৎপাদন।

বক্তারা আরও বলেন, বিশ্বব্যাংক গোড়া থেকেই গার্মেন্টস শিল্পে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প গড়ে উঠতে দেয়নি। ফলে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা ২০ থেকে ২৫ শতাংশ কম দামে কাজের অর্ডার দিলেও আমাদের তাই মেনে নিতে হচ্ছে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে দেশের অসংখ্য কল-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। দেশের পাট, জ্বালানি সম্পদ, বন্দর, বিদ্যুৎ, ব্যাংকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হচ্ছে। চিকিৎসা, শিক্ষা বাণিজিকিকরণ, কৃষিখাত ধ্বংস করে জাতীয় অর্থনীতিকে পরনির্ভরশীল করে ফেলা হয়েছে। এই বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টকে কোনভাবেই বাংলাদেশে আমরা স্বাগত জানাতে পারি না।

সেমিনার

মাধ্যমিক স্কুলের কারিকুলাম কর্মমুখী করতে হবে

মাধ্যমিক স্কুলে কারিকুলাম কর্মমুখী করতে হবে ২৪ আগস্ট ০৫ সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত "মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল জাতীয় ও উপকূলীয় এলাকার চ্যালেঞ্জ ও প্রত্যাশা" শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা একথা বলেন। তারা বলেন, দেশের অর্ধেক ছাত্র-ছাত্রী যখন এসএসসি পরীক্ষায় ফেল করে তখন এর কারিকুলাম এর পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে। সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযানের (সুপ্র) ও কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (কোডেক) যৌথভাবে এই সেমিনারের আয়োজন করে।

সেমিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্যে সুপ্র সচিবালয় প্রধান আমিনুর রসুল বাবুল বলেন, সুপ্র ও কোডেক উপকূলীয় এলাকার শিক্ষা পরিস্থিতি নিয়ে তিন বছর ধরে গবেষণা করছে এই গবেষণায় আমরা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মতামত নিতে চাই। এবং সকল পক্ষের মতামত নিয়ে আমরা সেটাকে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে পৌছে দিতে চাই। এই উদ্দেশ্যেই আজকের সেমিনার আয়োজন ।

সেমিনারে রচনা উপস্থাপন করেন কোস্ট ট্রাস্টের সমন্বয়কারী মোস্তফা কামাল এবং কোডেকের মামুন উর রশীদ। তাদের রচনায় তারা বলেন, বিগত বছরগুলোতে পাশের হার বাড়লেও প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার মান বাড়েনি। এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় শহরের স্কুলগুলো ভাল ফলাফল করছে গ্রামের স্কুলগুলো ক্রমাগত খারাপ করছে। যারা খারাপ করছে তারা কোথায় যাচ্ছে আমরা তাদের কোন খবর রাখছি না। তারা তাদের রচনায় ফেল করার ছাত্রদের জীবনে টিকে থাকার জন্য কর্মমুখী কারিকুলাম প্রণয়নের উপর জোড় দেন যাতে একজন ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফেল করলেও তার জীবিকার উপায় সে খুঁজে নিতে পারে।

সেমিনারে শিক্ষা সংশ্লিস্ট সকল পক্ষ ভুক্তভোগী ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষক, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সাতক্ষীরা থেকে শিক্ষক বাবুল বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে একজন ছাত্র যখন আমাদের কাছে আসে তারা ইংরেজী ২৬ টা অক্ষর চেনেনা। ৯০% যোগ বিয়োগ করতে পারেনা ২০% নিজের নাম ও ঠিকানা লিখতে পারেনা। আমরা ছাত্রের কথা জানাতে অভিভাবকদের খবর দেই। কিন্তু অভিভাবকরা আসেন না।

বরগুনা সিনিয়র মাদ্রাসার আইয়ূব আলী বলেন, আমাদের দেশে পর্যাপ্ত ইবতেদায়ী মাদ্রাসা নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পাশ করে যারা মাদ্রাসায় ভর্তি হয় তারা আরবী অক্ষর চেনে না। আবার মাদ্রাসা থেকে দাখিল পাশ করে মাদ্রাসায় থাকেনা কলেজে ভর্তি হয়।

চাঁদপুরের মতলব থানার অকৃতকার্য ছাত্র স্বপন হাসান বলেন, স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই । বিজ্ঞান বিষয়ের ব্যবহারিক ক্লাস হয়না। ব্যবহারিক ক্লাস করার মতো ইকুইপমেন্ট নেই। প্রত্যেক শিক্ষকই শ্রেণীকক্ষে ঠিকমতো না পড়িয়ে প্রাইভেট পড়ানোতে ব্যস্ত থাকেন। স্কুল কমিটিও কোনো খোঁজখবর রাখেন না।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব এহসানুল হক মিলন বলেন, গত বছরে ২০ লক্ষ ছেলে মেয়ে ফেল করেছে আগামী বছর ২৫লক্ষ হবে। এই ছেলেগুলো কোথায় যাবে। এটাই বাস্তবতা এটাই আমাদের শিক্ষার সার্বিক চিত্র। তবে আমরা শিক্ষা জন্য যা করতে পেরেছি তার প্রথম কথা হচ্ছে, ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই পৌছে দেয়া এটা আমরা পেরেছি । ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে যাতে সময় মতো বই পৌছে সেজন্য এটা বেসরকারি পর্যায়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারিকুলাম পর্যায়ক্রমে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীতে উন্নয়ন করা হয়েছে এবারে পঞ্চম শ্রেণীতে করা হচ্ছে। স্কুল কলেজে শিক্ষকদের বেতন ভাতা বাড়ানোর প্রক্রিয়া নিয়ে আমরা কাজ করছি। পরীক্ষার পরিবেশ নকল মুক্ত হয়েছে। আমরা বলছি পরীক্ষার ফল বিপর্যয় ঘটেনি, নকল বিপর্যয় ঘটেছে।

সেমিনারে আরও বক্তব্য রাখেন, ড, আলাউদ্দিন আহমেদ এমপি, রুস্তম আলী ফরাজী এমপি, নাজিম উদ্দিন আলম এমপি, মো: নুরুল হুদা এমপি, ইঞ্জিনিয়ার এল কে সিদ্দিকি এমপি, আ খ ম জাহাঙ্গীর হোসাইন এমপি, ইঞ্জিনিয়ার মো: শহীদুজ্জামান এমপি, মাহবুবুর রহমান এমপি, রাশেদা কে চৌধূরী, বদিউল আলম মজুমদার, ড, মঞ্জুর আহমেদ, অধ্যাপক ইফতিখার উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ প্রমুখ। মডারেটর হিসেবে ছিলেন আবুল মোমেন ও কমল সেনগুপ্ত ।

সংবাদ সম্মেলন

বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের শর্তাধীনে বাংলাদেশে সহস্রাব্দের লক্ষ্য অর্জন কতটকু সম্ভব?

বাংলাদেশে শহরের তুলনায় গ্রামীন দারিদ্র্য প্রকট। গ্রামে মানুষের আয় বাড়লেও শহর ও গ্রামের বৈষম্য ক্রমাগত বাড়ছে। দারিদ্র্য দুরীকরনের হার শূন্য থেকে ১ শতাংশ । এভাবে দারিদ্র্য দুর হলে আমাদের দারিদ্র্য দুর করতে ৮০ থেকে ১শ' বছর লাগবে। গত ২৯ আগস্ট ০৫ জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত " বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের শর্তাধীনে বাংলাদেশে সহস্রাব্দের লক্ষ্য অর্জন কতটুকু সম্ভব" শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা একথা বলেন। আগামী সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘ মিলেনিয়ার ডেভেলপমেন্ট গোল + ৫ সামিট উপলক্ষ্যে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, আগামী জাতিসংঘ মিলেনিয়াম সম্মেলনে আমাদের সরকার প্রধান কী বক্তব্য দেবেন তা আমাদের জানাতে হবে। এবং জাতিসংঘ সম্মেলনে যে ঘোষণাপত্র সাক্ষরিত হবে তাতে ৪টি দাবি যুক্ত করতে হবে। এগুলো হচ্ছে-উন্নত দেশগুলোকে জিএনপির ০.৭ শতাংশ উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের ঘোষণা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুরন করতে হবে, অনুন্নত দেশের ঋনসমুহ শর্তহীনভাবে মওকুফ করে দিতে হবে, বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি এবং ডব্লিউটিওকে জাতিসংঘ জবাবদিহিতা কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে এবং জাতিসংঘ সংস্কারের বিষয়টি শুধুমাত্র নিরাপত্তা পরিষদের আসন বাড়ানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পুরো ব্যবস্থাকে আরও গণতান্ত্রিক করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা আরও বলেন, দাতা সংস্থা বহুজাতিক পুজিঁবাদের স্বার্থে বাংলাদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ প্রভৃতি সেবাখাত বেসরকারিখাতে ছেড়ে দিতে বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। বিশ্বব্যাংক এরই মধ্যে সরকার পরিচালিত পানি সরবরাহের বাণিজিকীকরণের জন্য প্রকল্প শুরু করেছে।

তারা বলেন, কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণপ্রবাহ। কিন্তু দাতারা বিভিন্ন শর্ত ও চাপ প্রয়োগ করে বাংলাদেশকে তার কৃষিতে ভতুর্কী কমাতে বাধ্য করছে। এর ফলে গ্রামে দারিদ্র্য বাড়ছে। অথচ ধনী দেশগুলো নিজেদের দেশে কৃষিতে ব্যাপক হারে ভতুর্কি দিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন ১ বিলিয়ন ডলার এবং ইউরোপে প্রতি গরুর পেছনে প্রতিদিন ২ ডলার ও জাপানে শুকরের পেছনে প্রতিদিন ১ ডলারের বেশি ভতুর্কি দেয়া হচ্ছে।

তারা বলেন, ধনী দেশগুলো বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার চাপে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর জন্য বাংলাদেশসহ দরিদ্র দেশগুলোর বাজার খুলে দিতে বাধ্য করছে। এসব আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান ঋনদানের শর্ত হিসেবে বাংলাদেশকে আমদানি শুল্ক ১০ থেকে ২৫ শতাংশ হ্রাস করতে বাধ্য করেছে। বাংলাদেশের বাজার উদার করায় অবাধ আমদানির কারণে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দেশে সৃষ্টি হচ্ছে বেকারত্ব।

তারা আরও বলেন, জাতিসংঘের এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ি দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য গৃহিত বাজারভিত্তিক ব্যবস্থা বিশ্বে দারিদ্র্য বৃদ্ধি করবে। বিশ্ব থেকে সত্যিকার অর্থে দারিদ্র্য দুর করতে হলে মানবাধিকার ও বাণিজ্যে সুবিচার থাকা প্রয়োজন। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের বড় বাধা হল, কেন্দ্রিভুত রাজনীতি, দুর্নীতি ও দু:শাসন যা মুক্ত বাজারের সৃষ্টি।

সংবাদ সম্মেলনে মুল বক্তব্য পাঠ করেন, সুপ্র জাতীয় কমিটির সচিব রেজাউল করিম চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন, এএইচ এম বজলুর রহমান, আমিনুর রসুল বাবুল এবং মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

সুশাসন বার্তা, মানবাধিকার ও সুশাসন কর্মসূচি সংক্রান্ত মাসিক ঘরোয়া বুলেটিন, সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র) সচিবালয় বাড়ি # ৯/৪, সড়ক # ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩, ০১৭৪-০১৪২০৩, ফ্যাক্স : ৯১২৯৩৯৫, ইমেইল : <info@supro.org> ওয়েব : <www.supro.org>থেকে প্রকাশিত